আলমডাঙ্গার কুমারী ইউনিয়ন কৃষক লীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন

আলমডাঙ্গার কুমারী ইউনিয়ন কৃষক লীগের ত্রি-কার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইউনিয়নের শ্যমপুর স্কুল মাঠে গত সোমবার বিকেলে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কৃষক লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক নাজমুল ইসলাম পানু।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক নাজমুল ইসলাম পানু বলেন, কৃষক লীগকে তৃণমূল পর্যায়ে শক্তিশালী হিসেবে গড়ে তুলতেই আজকের এই সম্মেলন।
আমি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছুটে বেড়াচ্ছি এই কৃষক লীগকে সংগঠিত করার জন্য। কৃষক লীগ সভাপতি সমীর দাদা ও সম্পাদক উম্মে কুলসুম স্মৃতির নির্দেশে কাজ করে যাচ্ছি। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভানেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করতে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আছে বলেই দেশ আজ উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে ।

এই দেশকে আরো সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যেতে হলে আওয়ামী লীগ সরকারের কোন বিকল্প নেই। আওয়ামী লীগকেই আগামীতে আবারো ক্ষমতায় আনতে আমাদের কাজ করতে হবে।
কৃষক লীগ নেতা কাউসার আহম্মেদ কসরের সভাপতিত্বে সম্মেলনে প্রধান বক্তা ছিলেন কেন্দ্রীয় কৃষক লীগের বেসরকারী সংস্থা বিষয়ক সম্পাদক মিরুল ইসলাম। সম্মেলন উদ্বোধন করেন আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষক লীগের সভাপতি এম আজিজুল হক।

বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী রোকনুজ্জামান কিরন, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ কৃষক লীগের সদস্য আজিজুল হক, চুয়াডাঙ্গা জেলা কৃষক লীগের সহ-সভাপতি আশাদুল ইসলাম, জেলা কৃষক লীগের যুগ্ম-সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল হোসাইন দীপক, জেলা কৃষক লীগের কোষাধ্যক্ষ ওসমান গনি বিস্কুট, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা কৃষক লীগের সভাপতি আব্দুল মতিন দুদু, জেলা কৃষক লীগ নেত্রী সামসাদ রানু, আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক বজলুল করিম, আলমডাঙ্গা পৌর কৃষক লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সৌমেন্দ্র নাথ সাহা, উপজেলা দপ্তর সম্পাদক সাহাবুল হকের উপস্থাপনায় আরো উপস্থিত ছিলেন পৌর যুগ্ম-আহবায়ক আমিরুল ইসলাম, উপজেলা কৃষক লীগের সহ-দপ্তর সম্পাদক

ফজলুল হক, অভিমান্যু কুন্ডু, আলমডাঙ্গা সরকারী কলেজ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সেলিম রেজা তপন, হারদী ইউনিয়ন কৃষক লীগের সভাপতি পলাশ বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক এম বকুল, রিপন, কুমারী ইউনিয়ন কৃষক লীগ নেতা সিরাজুল ইসলাম, রাশিদুল ইসলাম, রিপন মালিতা প্রমুখ।

সম্মেলনে সভাপতি সম্পাদক পদে একাধিক প্রার্থী থাকায় নাম ঘোষণা করা হয়নি। এ ব্যাপারে উপজেলা কৃষক লীগের সভাপতি এম আজিজুল হক বলেন, একাধিক প্রার্থী থাকায় সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়নি। পরবর্তীতে বসে আলোচনা সাপেক্ষে কমিটি ঘোষণা করা হবে।

কালীগঞ্জে ইজিবাইক হারানো রুহুলের পাশে ফেসবুক গ্রুপ

আয় উপার্জনের একমাত্র সম্বল ছিল ইজিবাইকটি। মেরুদন্ডের হাড়ে অপারেশন করায় অন্য কোন কাজও তেমন করতে পারেন না। ইজিবাইকে ভাড়া মেরে নিজের ঔষধ ও পরিবারের সদস্যদের মুখে খাবার তুলে দিতেন। কিন্তু গত ৮ ফেব্রুয়ারি প্রতারকচক্রের ফাঁদে পড়ে হারিয়ে ফেলেন ইজিবাইকটি। কান্নায় ভেঙে পড়েন রুহুল আমিন। চোখে মুখে হতাশার ছাপ। কিভাবে সংসারের খরচ চালাবেন চিন্তায় পড়ে যায় রুহুল আমিন।

জানা গেছে, রুহুল আমিনের সেই কান্নার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়ে যায়। রুহুল আমিনের কান্না দেখে প্রথম এগিয়ে আসে ফেসবুক ভিত্তিক কালীগঞ্জ আঞ্চলিক ভাষা গ্রুপে। সর্বপ্রথম কালীগঞ্জ আঞ্চলিক ভাষা গ্রুপে রুহুল আমিনকে নিয়ে একটি সাহায্যের পোস্ট দেয় এ্যাডমিন শাহরিয়ার আলম সোহাগ। দেশ ও দেশের বাইরের সদস্যরা এগিয়ে আসে রুহুল আমিনের পাশে। এছাড়াও গ্রামবাসী ও কালীগঞ্জের অন্য একটি ফেসবুক গ্রুপ ওয়াও-অচোম রুহুল আমিনের পাশে দাঁড়িয়েছে।
মঙ্গলবার দুপুরে শহরের এম.আর এন্টার প্রাইজ থেকে রুহুল আমিনকে নতুন একটি ইজিবাইক কিনে দেওয়া হয়।
এ সময় রুহুল আমিন বলেন, কালীগঞ্জ আঞ্চলিক ভাষা গ্রুপ এগিয়ে না এলে আমি আর ইজিবাইক কিনতে পারতাম না। আপনারা সহযোগিতা করায় সেটা

সম্ভব হয়েছে। এই গ্রুপসহ যারা আমার সহযোগিতা করেছেন সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি। এখন থেকে ইজিবাইকে ভাড়া মেরেই নিজের ঔষধ ও অসুস্থ মায়ের ঔধষসহ পরিবারের খরচ চালাতে পারবো।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন ইজিবাইক হারানো রুহুল আমিন, কালীগঞ্জ আঞ্চলিক ভাষা গ্রুপের এ্যাডমিন শাহরিয়ার আলম সোহাগ, মডারেটর মাজেদুল হক, তৌহিদুল ইসলাম, সাংবাদিক শাহ আলম, কমলাপুর গ্রামের রিপন আলী, আলমগীর হোসেন, জামাল হোসেন প্রমুখ।
কালীগঞ্জ আঞ্চলিক ভাষা গ্রুপের এ্যাডমিন শাহরিয়ার আলম সোহাগ বলেন, কালীগঞ্জ আঞ্চলিক ভাষা গ্রুপ প্রতিষ্ঠার পর থেকে রক্তদান, গরীব মেধাবীদের সাহায্য ও অসহায় মানুষের সাহায্য করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় গ্রুপের পক্ষ থেকে আমরা রুহুল আমিনের পাশে দাঁড়িয়েছি। রুহুল আমিনের পাশে গ্রুপের যেসকল সদস্যরা এগিয়ে এসেছেন সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা।

আলমডাঙ্গায় পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য মুকুল হোসেনের আত্মসমর্পন

আলমডাঙ্গা বাঁশবাড়িয়া গ্রামের মুকুল হোসেন আলমডাঙ্গা থানায় আত্মসমর্পন করেছে।
গতকাল মঙ্গলবার বেলা ১১ টার দিকে থানায় হাজির হয়ে পুলিশোর হাতে ফুল দিয়ে স্বাভাবিক জীবন যাপন করার জন্য আত্মসমর্পন করে। জানাগেছে, আলমডাঙ্গা ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের বাঁশবাড়িয়া গ্রামের নিয়ামত আলীর ছেলে মুকুল হোসেন (৩৭) স্বাভাবিক জীবন যাপন করার জন্য থানা অফিসার ইনচার্জ আলমগীর কবিরের হাতে ফুল দিয়ে আত্মসমর্পন করে।
সে পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট পার্টির নেতা আবির হাসানের দূর সম্পর্কের আত্মীয় হওয়ার সুবাদে মুকুলের বাড়ীতে আসা যাওয়া করত। সে করাণে মুকুল সন্ত্রাসী হিসেবে আখ্যায়িত হয়ে পড়ে। সে সময় মুকুল হোসেন বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়।
দীর্ঘ বছর ঢাকায় থাকার পর স্বাভাবিক জীবনযাপনের জন্য পুলিশের

দ্বারস্থ হয়। চুয়াডাঙ্গার পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলামের পরামর্শে আলমডাঙ্গা থানায় আত্মসমর্পন করে।
গতকাল মঙ্গলবার আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ আলমগীর কবিরের কাছে আত্মসমর্পন করেন।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা কৃষক লীগের সহ- সভাপতি আসাদুল ইসলাম।

আলমডাঙ্গায় জুয়াড়িকে ১৫ শত টাকা জরিমানা

ছবি:২২

আলমডাঙ্গায় ভ্রাম্যমাণ আদালতে ১ জুয়াড়িকে ১৫ শত টাকা জরিমানা করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার দুপুর ২ টার দিকে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) এ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।
জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার কালিদাসপুর ইউনিয়নের জগন্নাথপুরে দীর্ঘদিন রাতের আধারে পান বোরজের মধ্যে জুয়ার আসর বসে।
এমন সংবাদের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গা থানার এস সুফল কুমার বিশ্বাস সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে জগন্নাথপুর গাংপাড়ায় অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানে পুলিশের উপস্থিতে জুয়াড়িরা পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা কালে আবুল হোসেনের ছেলে সানোয়ার (৪০) কে আটক করে পুলিশ।
এ ঘটনায় থানা পুলিশ আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) হুমায়ন কবিরকে জুয়া খেলার অপরাধ বিষয়ে অবগত করেন।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

মেহেরপুরে তামাক চাষীদের নাটকীয় অনশনের নেপথ্যে তামাক কোম্পানি

মেহেরপুরে দেশীয় তামাক চাষী কল্যাণ সমিতির অনশনের নেপথ্যে আবুল খায়ের টোব্যাকো কেম্পানী। তামাক কোম্পানী নিজেদের অনুগত কিছু চাষীদের নিয়ে ব্যানার তৈরি করে এ সকল অনশন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন তামাক নিয়ন্ত্রণে বদ্ধ পরিকর ঠিক সেরকমই সময়ে প্রধানমন্ত্রী ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর ছবি ব্যবহার করে এ কর্মসূচি করছে তামাক কোম্পানি।

গতকাল মঙ্গলবার (০৯ মার্চ) সকাল সাড়ে দশটায় মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সামনে এরকমই একটি অনশনের আয়োজন করা হয়। তামাক নিয়ন্ত্রণে কর্মরত সংগঠনের প্রতিনিধিরা বলছেন, কৌশলে অনশন নাটক সাজিয়ে তামাক চাষের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি করা হচ্ছে। যা তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে চরমভাবে ব্যাহত করবে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, অনশনের ব্যানার ফেস্টুন ও ডেকোরেশন করে দিয়েছে আবুল খায়ের টোব্যাকো। এই নাটকীয় অনশন ভঙ্গ করতে ব্যবহার করা হয়েছে জনপ্রতিনিধি ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের। যারা তামাক নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি সেভাবে অবগত না হয়েই কোম্পানির ফাঁদে পড়েছেন বলে মনে করছেন অনেকে।

অনশন শুরুর আগ থেকে শেষ পর্যন্ত আবুল খায়ের টোব্যাকো কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাসহ স্থানীয় প্রতিনিধিদের সরব উপস্থিতি ছিলো। দেশীয় তামাক চাষী কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক এনামুল হক সেন্টু একজন তামাক ব্যবসায়ী; এছাড়াও অনশনরত প্রায় সকলেই আবুল খায়ের টোব্যাকোর নিবন্ধিত তামাক চাষী।

আবুল খায়ের টোব্যাকোর ফিল্ড অফিসার গাংনী উপজেলার আকুবপুর গ্রামের মহিবুল ইসলাম অনশনস্থলে চাষী সেজে বসে তদারকি করছিলেন বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত চাষীদের। আবুল খায়ের টোব্যাকো কোম্পানির প্রতিনিধি ও তামাক চাষীদের অনুরোধে আনশনরত চাষীদের অনশন ভঙ্গ করাতে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এমএ খালেক এবং গাংনী পৌর মেয়র আহম্মেদ

আলী সেখানে গিয়েছিলেন।

এ সময় কোম্পানির প্রতিনিধিদের দেওয়া জুস ও পানি দিয়ে চাষীদের অনশন ভঙ্গ করান তাঁরা। শেষে চাষীদের সকলের জন্য প্যাকেট খাবার ও পানি সরবরাহও করা হয়েছে এ কোম্পানি কর্তৃক।

তামাক চাষীদের অনশন ভাঙ্গানোর বিষয়ে জানতে চাইলে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক জানান, আবুল খায়ের টোব্যাকোর লোকজন ও চাষীরাও ফোন দিয়েছিলো তাই গিয়েছিলাম।

ব্যানারে আয়োজক সংগঠন হিসেবে অনশনরত দেশীয় তামাক চাষী কল্যাণ সমিতির মেহেরপুর সভাপতি আলমগীর হোসেন সেন্টুর কাছে জানতে চাওয়া হয় তাদের দবিগুলো কী কী? প্রশ্নের জবাবে তিনি আবুল খায়ের টোব্যাকো কোম্পানির দেওয়া লিফলেট দেখে দাবির কথাগুলো বলেন। তাদের কারও কোন কোম্পানির কার্ড নেই তাই তারা অনশন করছেন বলেও দাবি করেন তিনি। অথচ তাদের বেশিরভাগই আবুল খয়ের টোব্যাকো কোম্পানির নিবন্ধিত চাষী।

আয়োজক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এনামুল হক সেন্টু, বলেন বিদেশী কোম্পানি বিএটিবি আমাদের তামাক কিনে না তাই আমরা সাধারণ তামাক চাষী ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছি। দেশীয় তামাক কোম্পানি রক্ষা করার জন্য দেশীয় কোম্পানির উপর কর কমাতে হবে। এবং বিদেশী তামাক কোম্পানির উপর অতিরিক্ত কর আরোপ করার দাবি তাদের।

তামাক চাষে নিরুৎসাহিত এবং তামাক নিয়ন্ত্রণে সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যখন নানা কাজ করে চলেজে এর মধ্যে চাষীদের নিয়ে এমন একটি অনশন কেন? এমন প্রশ্ন করলেও কোন উত্তর না দিয়ে অনুষ্ঠানস্থল থেকে সটকে পড়েন কোম্পানির বেশ কয়েকজন প্রতিনিধি।

বাংলাদেশ-ভারত চমৎকার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ

রাজশাহীস্থ ভারতীয় হাইকমিশনের সহকারী হাইকমিশনার সঞ্জিব কুমার

ভাটি বলেছেন, বাংলাদেশ-ভারত চমৎকার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। এদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত দুদেশের বন্ধুসূলভ সম্পর্ক বজায় আছে, এটি বজায় থাকবে।

মঙ্গলবার দুপুরে কুষ্টিয়ার কুমারখালীর ছেউড়িয়ায় লালন একাডেমীতে শিল্পীদের বাদ্যযন্ত্র প্রদানকালে তিনি একথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, লালনের বাণী ও তাঁর গানকে সারাবিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য এখন নানান পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। তাকে নিয়ে গবেষণা হচ্ছে। একটা সময় ছিলো একতারা ও ঢোলের মধ্য দিয়ে লালনের গান গেয়ে শোনানো হতো। সেসময় কি মধূও ছিলো লালনের গান। আর বর্তমানে তো গানের জন্য নানান বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে। তাই নতুন নতুন বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করে লালনের গানকে আরো বিকশিত করে তুলে তার গানকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে হবে।

অনুষ্ঠানে কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) মোহাম্মদ ওবায়দুর রহমান, কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের ট্রেজারার ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বাবু অজয় সুরেকা, লালন একাডেমীর সাবেক সাধারন সম্পাদক ও শহর আওয়ামীলীগের সভাপতি তাইজাল আলী খান, লালন একাডেমীর সদস্য শিল্পী আব্দুল কুদ্দুস ও অন্যান্য সদস্য শিল্পীসহ লালন অনুরাগীরা উপস্থিত ছিলেন।

পরে লালন একাডেমীর শিল্পীদের গানের যন্ত্র স্কেল চেঞ্জার হারমোনিয়াম, বেহেলা, বাঁশি, বাংলা ঢোল, মন্দিরা, ইলেক্ট্রিক তানপুরা, খমক, একতারা বিতরণ করেন।

এস এম জামাল, কুষ্টিয়া থেকে।

করোনা টিকা নিলেন চুয়াডাঙ্গা ১-আসনের সংসদ সদস্য

করোনার টিকা নিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার

ছেলুন এমপি। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১১ টায় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে কোভিড-১৯ টিকা দান কেন্দ্রে টিকা গ্রহণ করেন তিনি।

তিনি সকলকে টিকা নেয়ার আহ্বান জানান। টিকা গ্রহণের পর তিনি সুস্থ আছেন এবং স্বাভাবিক ভাবেই বাড়ি ফিরে যান।

এসময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের সিনিয়র সার্জারি কনসালটেন্ট ডা. ওয়ালিউর রহমান নয়ন আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. সাজিদ হাসান স্টোর কিপার হাদিউজ্জামান হাদি

গাংনীতে স্বামীর ক্ষুরে স্ত্রী আর স্ত্রীর ইটের আঘাতে স্বামী জখম

স্ত্রী রোজিনাকে ক্ষুর দিয়ে জবাই করে হত্যার ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়েছে স্বামী সাইফুল। আর জীবন বাঁচাতে ইট দিয়ে আঘাত করে স্বামী সাইফুলের মাথা ফাটিয়েছে স্ত্রী রোজিনা। দুজনই এখন গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধিন। রোজিনার দাবী, স্বামী সাইফুল মাদক সেবী আর সাইফুল বলেছে স্ত্রী রোজিনা পরোকীয়ায় লিপ্ত। এ কারনেই দুজনের বিবাদ। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার গভীর রাতে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার দেবীপুর গ্রামের।

আহত স্ত্রী রোজিনা খাতুন জানান, স্বামী সাইফুল ইসলাম মাদক সেবী। সে বিভিন্ন সময়ে অত্যাচার করতো। ২০২০ সালের প্রথমে সে সাইফুলকে তালাক দিয়ে বাপের বাড়িতে বসবাস করছিল। আট মাস আগে রোজিনার ঘরের সিদ কেটে ঘরে ঢুকে রোজিনাকে মারধর করে ও তার বাড়িতে নিয়ে আসতে চাই। টের পেয়ে গ্রামের লোকজন সালিশ করে দুজনকে আবারও বিয়ে দিয়ে দেন এবং রোজিনার বাবার বাড়িতে থাকার বন্দোবস্ত করেন।

সম্প্রতি আবারো নেশা করে রোজিনাকে মারধর করে। গত সোমবার রাতে রোজিনাকে ধারালো ক্ষুর দিয়ে জবাই করার চেষ্টা করে। এতে তার হাত জখম হয়। রোজিনার চিৎকারে বাড়ির লোকজন এগিয়ে এসে রোজিনাকে

উদ্ধার করে। এসময় রোজিনার ইটের আঘতে স্বামী সাইফুলের মাথা ফেটে যায়। রোজিনাকে গাংনী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করার পর সাইফুলকে বেধড়ক মারপিট করা হয়। সংবাদ পেয়ে বামন্দী ক্যাম্প পুলিশের একটি টীম সাইফুলকে উদ্ধার করে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রেরণ করে।

এদিকে সাইফুল হোসেনের মামা আব্দুস সালাম জানান, রোজিনা প্রবাসি এক ছেলের সাথে পরোকীয়াতে জড়িয়ে পড়েছে। এতে বারণ করায় রোজিনা ও তার বাড়ির লোকজন সাইফুলকে নির্যাতন করে মুখে বিষ ঢেলে দেয়।

বর্তমানে দুজনই স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পাশাপাশি ওয়ার্ডে ভর্তি রয়েছেন এবং শঙ্কামুক্ত।

গাংনীা তেরাইল গ্রামে অবৈধ ভাবে চলছে জামাই শাশুড়ির পঙ্গু চিকিৎসালয়

মেহেরপুরের গাংনীর তেরাইল গ্রামে গোপনে গড়ে তোলা হয়েছে পঙ্গু চিকিৎসালয়। নিয়মিত রোগি ভর্তি করে চিকিৎসা দিচ্ছেন এক অশিক্ষিত যুবক ও তার শাশুড়ি । এতে প্রতারিত হচ্ছেন এলাকার নিরীহ মানুষ। বিশেষজ্ঞদের মতে, এটা কোন চিকিৎসা নয় বরং প্রতারণার ফাঁদ।

গাংনীর তেরাইল বাজারের ৫০০ গজ দূরে কৃষক বকুলের বাড়ি। বাড়ির পাশেই একটি টিনের খুপড়ি ঘর। দেখে বোঝার উপায় নেই এটি বসত বাড়ি নাকি কোন গুদাম। নেই কোন সাইনবোর্ড। অথচ এ খুপড়ি ঘরেই অন্ততঃ দেড় বছর ধরেই চলছে জামাই সাজিত ও শাশুড়ি মর্জিনার পঙ্গু চিকিৎসালয়। এর ভিতরে বয়েছে রোগীদের বিছানা। ভর্তি রয়েছেন বেশ কজন পঙ্গু রোগী। ইট, বাশেঁর চটা, গাছের শেকড় বাকড় আর তেল দিয়েই চলছে রোগীদের চিকিৎসা। পুথীগত বিদ্যা নেই তাদের। বাপ দাদার দেখা দেখিতে তারা কথিত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক।
গ্রামের গরীব অসহায় ও নীরিহ লোকজনদেরকে টার্গেট করে দালালরা কমিশনের ভিত্তিতে রোগীদের নিয়ে আসে এখানে। স্বল্প খরচে আরোগ্য

□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □